সংহতি বিবৃতিঃ

৯/৪/২০১২

গতকাল পুলিশ রুবি মোড় থেকে সাতজন সমাজ কর্মীকে (এর মধ্যে তিনজন সংহতির সদস্য) ও ৭০ জন নোনাডাঙার বস্তিবাসীকে গ্রেপতার করে। পরে শেষ ৭০ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অপরাধ, নোনাডাঙা থেকে শ'য়ে শ'য়ে পরিবারের উচ্ছেদের ঘটনার এঁরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছিলেন। সংহতি এই ঘটনার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভর্ৎসনা জানাচ্ছে। কালকের গ্রেপতার পর্বের আগে এপ্রিলের ৪ তারিখে এই রুবি মোড়েই পুলিশ উচ্ছিন্ন পরিবারগুলোর প্রতিবাদ মিছিলে হিংস্র আক্রমণ চালায়। লাঠি চালানোয় অনেক মহিলা ও শিশু জখম হন। কালকের গ্রেপতারের কারণ এই যে পুলিশ হঠাৎ জানায় ওই প্রতিবাদ সমাবেশ বে-আইনি। যদিও বাস্তব হচ্ছে সংগঠকরা আগেই সমাবেশের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি স্থানীয় পুলিশ স্টেশন থেকে নিয়েছিলেন। এই গ্রেপতার সংবিধান প্রতিশ্রুত প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে লঙ্ঘণ করছে।

আগে ৩০ মার্চ তারিখেও নোনাডাঙার বাসিন্দারা তাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। মনে রাখা ভাল নোনাডাঙার অবস্থান ইস্টার্ন মেট্রোপোলিটান বাইপাসের একটি প্রধান মোড়ের খুব কাছে, ফলে জমি ব্যবসায়ীদের কাছে এর জমি খুবই লোভনীয়, এবং বর্তমান রাজ্য সরকার 'জবরদখলকারী'দের তাড়িয়ে অঞ্চলটির 'সৌন্দার্যায়ন' সাধন করতে চান। গত পাঁচ বছরে কলকাতার বিভিন্ন খালপাড়ের অধিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং উচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে নোনাডাঙাতে বসবাস করতে দেওয়া হয়েছে। অতএব জবরদখলকারী শব্দটি অপমানের। গতকালের ঘটনা তৃণমূল সরকারের সাথে জমি ফ্ল্যাট ব্যবসায়ীদের নৈকট্যকে সামনে এনে দিয়েছে, এবং একই সাথে এই ঘটনা বর্তমান সরকারের প্রতিবাদের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের সংকটময় পরিস্থিতির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রত্যেক গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি, যে সাতজনকে গ্রেপতার করে রাখা হয়েছে তাঁদের অবিলম্বে ও নিঃশর্ত রেহাইয়ের দাবি জানান, ওঁদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হোক, উচ্ছিন্ন অধিবাসীদের পর্যাপ্ত ক্ষতীপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়া হোক, ৪ এপ্রিলের হিংস্র লাঠিচার্জে যুক্ত পুলিশ কর্মীদের উচিত শাস্তি দেওয়া হোক।

সংহতি বিবৃতিঃ

১৩/৪/২০১২

নোনাডাঙা মামলার সাত জন গণতান্ত্রিক অধিকার কর্মীর রেহাই না দেওয়ার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। কয়েকটি ভুয়ো অভিযোগে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদসভা থেকে এদের ৮ এপ্রিলে গ্রেপতার করা হয়। অভিযোগ ৪ঠা এপ্রিল এই সাত জন হিংসার উস্কানি দিচ্ছিলেন। অথচ বাস্তব এই যে সেদিন পুলিশ ভয়ানক লাটিচার্জ করে একটি মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, মহিলা শিশুসহ অনেকে আহত হন। আমাদের দাবির পুনরাবৃত্তি করছি,

গণতান্ত্রিক কর্মীদের নিঃশর্ত ও অবিলম্বে রেহাই দেওয়া হোক, ওঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো উঠিয়ে নেওয়া হোক। ৪ঠা এপ্রিল জনতার ওপরে আক্রমণে যুক্ত পুলিশকর্মীদের অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হোক।

ইতিমধ্যে সাত জনের মধ্যে দু'জনকে পুলিশ কয়েকটি পুরনো কেসে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে যার মধ্যে একটি UAPA-এর অন্তর্গত। আমরা এতে উদ্বিগ্ন। প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করার চেষ্টা ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে যোগদানকারী কর্মীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য হাজতবাস করা্নোর চেষ্টার আমরা তীব্র ভর্ৎসনা জানাই। রাষ্ট্রের দ্বারা চালানো এই ধরনের সকল কৌশল অবিলম্বে বন্ধ হোক।

সম্প্রতি গুন্ডাদের দিয়ে যতীন দাস পার্কে জমায়েত নাগরিক অধিকার কর্মীদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালানো হয়েছে। শোনা যাচ্ছে গুন্ডারা তৃণমূল আশ্রিত। এই ঘটনা ভয়াবহ, আমরা এর নিন্দা জানাই। কিছু মদতদাতা পুলিশ অফিসারের সামনেই আক্রমণ ঘটেছে, যারা উলটে কয়েকজন মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেপতার করেছে, APDR-এর সহ-সম্পাদক এদের অন্যতম। আমরা দাবি করছি গুন্ডাদের অবিলম্বে গ্রেপতার করা হোক। অকুস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের উচিৎ শাস্তি ও গ্রেপতার কর্মীদের ওপর মামলা প্রত্যাহার করা হোক।

নোনাডাঙার উচ্ছিন্ন মানুষদের প্রতি আমাদের একতার অঙ্গীকার জানাই। এখন কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদ (KMDA) খালি করা হওয়া জমি দেওয়াল দিয়ে ঘেরার কাজ করছে। সাথে সাথে একটি অনশন আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনের চাইছে সব ধরনের ও সব জায়গা থেকে সাহায্য। প্রত্যেক গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আসুন আন্দোলনের অংশ হোন। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই এই আন্দোলন ঘিরে দানা বাঁধছে।

সংহতি বিবৃতিঃ

১৭/৪/২০১২

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পার্থসারথি রায়ের মুক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়। আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। বাকি ছয় বন্দীদের নিঃশর্ত ও অবিলম্বে মুক্তির দাবীতে আমরা এখনো সরব। ৮ই এপ্রিল্ ২০১২, নোনাদাঙায় শান্তিপুর্ণ উচ্ছেদ-বিরোধী অন্দোলনে অংশ নেবার কারণে এদের গ্রেপ্তার করা হয় । দেবলীনা চক্রবর্তী, শমীক চক্রবর্তী, মানস চ্যাটার্জী, দেবযানী ঘোষ, সিদ্ধার্থ গুপ্ত আর অভিজ্ঞান সরকারদের অবিলম্বে মুক্তি চাই। তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মিথ্যা অভিযোগের প্রত্যাহার চাই।

আন্দোলনকারীদের একজন, দেবলীনা চক্রবর্তীকে বলপূর্ব্বক সি আই ডি হেফাজতে 'জিজ্ঞাসাবাদের' জন্য নিয়ে

গিয়ে ইউ-এ-পি -এ আইনে খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়া হয়। সংহতি এই বিষয় নিয়ে বিশেষ ভবে চিন্তিত। আজকের ভারতে ক্ষমতার মহলে যে চূড়ান্ত অরাজক অবস্থা, তাতে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা না, কুখ্যাত সি-আই-ডি পরিচালিত এই 'জিজ্ঞাসাবাদ' আসলে নিগ্রহের নামান্তর। এই অন্যায় কারারোধ আর ইউ-এ-পি-এ চাপানোর প্রতিবাদে দেবলীনা সি আই ডি হেফাজতে অনশন-ধর্মঘট শুরু করেছেন। সংবাদমাধ্যম থেকে আমরা জানি, ইতিমধ্যে দেবলীনার চোখের কিছু সমস্যা দেখা গেছে। সংহতি দেবলীনা ও অন্য বন্দী দের অকুন্ঠ সমর্থন জানায়, দেবলীনার চোখের সমস্যার জন্য শীঘ্র চিকিৎসার ব্যবস্থার দাবী করে , কঠোরতম ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ সরকার ও প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক ও জনবিরোধী কার্যকলাপের নিন্দা করে।

মিডিয়ার রিপোর্টে প্রকাশ, কে এম ডি এ উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের জমি রিয়াল এস্টেট কোম্পানিদের লিস দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। মাল্টিপ্লেক্স, হোটেল , রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ইত্যাদি নির্মানের জন্য । এই খবর আমাদের সবচেয়ে ভয়াবহ আশংকাকেই সত্য প্রমান করে। এটা চিন্তার বিষয় যখন এইসব জঘন্য কার্যকলাপ চলছে, তখন পঃ বঃ সরকরের পক্ষ থেকে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের কোন চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। তাই নোনাদাঙায় উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের লড়াই এখনো জারি আছে। গণ অনশন-ধর্মগটের আজ ৮ দিন হয়ে গেল। ১৮ই এপ্রিল একটি গণ-অধিবেশন (মাস কনভেনশন) আহ্বান করা হয়েছে। উচ্ছেদ বিরোধী অন্দোলন তাই আজ একটি গুরুত্বপূর্ন মোড়ে। আমরা সমস্ত গণতন্ত্রকামী মানুষদের অনুরোধ জানাই, তারা কাল নোনাদাঙা কনভেনশনে আসুন, উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে সক্রিয় হতে থাকুন।